EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনা'র বক্তব্য
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
সাদ মুসা সিটি সেন্টার

১লা নভেম্বর, ২০১২

সাইফুল হাসান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সাদ মুসা সিটি সেন্টার

মোহাম্মদ মোহসিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাদ মুসা সিটি সেন্টার

আসসালামু আলাইকুম ও শুভ অপরাহ্ন।

আজ একটি বিশাল দিন, ঐতিহাসিক একটি দিন...

আজ বাংলাদেশের আগামীর এশিয়ান টাইগার, রয়েল বেঙ্গল টাইগার হয়ে ওঠার আমার স্বপ্ন/আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার পথে আরো একধাপ এগিয়ে গেলো।

এশিয়ান টাইগার এমনিতেই কেউ হয় না...তাদের গড়ে তুলতে হয়...তাদের জন্ম হয় একটি স্বপ্ন, কঠিন পরিশ্রম, মানুষের উদ্যোগ নেয়ার দক্ষতা থেকে...সাইফুল হাসানের মতো মানুষ, মোঃ মোহসিনের মতো মানুষ, বাংলাদেশে বিশ্বাস করে এমন অনেক মানুষ, যারা বাংলাদেশকে তার প্রাপ্য ফিরিয়ে দিতে চায়, যারা নতুন বাংলাদেশ গড়তে চায়, মধ্য আয়ের বাংলাদেশ গড়তে চায়, সোনার বাংলাদেশ গড়তে চায়, এমন বাংলাদেশ গড়তে চায় যেখানে সকলেই তাদের পরিবারের জন্য নিরাপদ, সুরক্ষিত আশ্রয়, যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিসম্মত খাদ্য, মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ ও সন্তানদের জন্য উন্নত শিক্ষা প্রদানে সক্ষম হবে। তারা, আমরা, আমি এমন এক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি যেখানে কোনো শিশুরই বিকাশ রোধ হবে না যেমনটি বর্তমানে হচ্ছে যখন প্রায় ৪১ শতাংশ শিশু যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিসম্মত খাদ্যাভ্যাসের অভাবে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ রোধ হচ্ছে।

বিশেষ করে আমি আজ গর্বিত যে আমরা যে চমকপ্রদ জায়গাটি মাত্র ঘুরে দেখলাম সেটা একজন আমেরিকান, একজন বাংলাদেশী-আমেরিকান সাইফুল হাসানের স্বপ্নের বাস্তবায়ন।

এশিয়ার আগামীর অর্থনৈতিক টাইগারের বেড়ে ওঠাতে বাংলাদেশী-আমেরিকানদের বিশেষ ভূমিকা পালন করার আছে বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। আমি আমেরিকাতে বাংলাদেশী-আমেরিকান জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে এক প্রচারণা আরম্ভ করেছি যাতে তাদের জ্ঞান, তাদের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, তাদের সম্পদ বাংলাদেশে নিয়ে আসার

জন্য তাদের অনুপ্রাণিত করা যায়। সেই বাংলাদেশ যেটা তাদের জন্মভূমি, যে ভূমি তাদের মনকে আঁকড়ে ধরে আছে। বাংলাদেশী-আমেরিকানরা অনুদান বা ব্যবসায়িক বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাপ্য ফিরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ, সমৃদ্ধ, সুস্থ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়তে সহায়তা করছে। আমার গভীর বিশ্বাস যে এমন একটি বাংলাদেশ আমেরিকার জনগণের জন্য ভালো, দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জন্য ভালো এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের জনগণের জন্য ভালো।

মাত্র গত সপ্তাহে আমি লস এঞ্জেলসে সেই শহরের বিশাল ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশী-আমেরিকান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপ করি। কয়েক মাস আগে, আমি নিউ ইয়র্ক সিটিতে, ওয়াশিংটনে, ও পোর্টল্যান্ড অরিগনে বর্ধমান ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশী-আমেরিকান জনগোষ্ঠীদের সঙ্গে সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। আর আমেরিকাতে আমার ভবিষ্যত সফরগুলোতে আমি সিলিকন ভ্যালি, ডেট্রয়ট, টেক্সাসের মতো স্থানে গিয়ে বাংলাদেশী-আমেরিকান জনগোষ্ঠীদের সঙ্গে আলোচনা করার ইচ্ছা পোষণ করি...আমি তাদের খুঁজে বের করার জন্য আমেরিকার যে কোনো স্থানে যাবো।

আর আমার বার্তা সবসময় একই থাকে: বাংলাদেশে যেসব বড় বড় কাজ হচ্ছে...যেসব কাজ কয়েক বছর আগেও অকল্পনীয় ছিলো, বাংলাদেশী-আমেরিকানরা সেগুলোর হতে পারে, হওয়া উচিৎ। বাংলাদেশ আসলেও আগামীর এশিয়ান টাইগার হওয়ার জন্য প্রস্তুত ... কল্পনা করুন যে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মঞ্চে গৌরব ও ক্ষমতার সঙ্গে হেঁটে বেড়াচ্ছে। এই সুন্দর কল্পনাটি কেবল যে একটি স্বপ্নই থাকবে তা নয়; এটা বাস্তবে পরিণত হতে পারে...এমন একটি বাস্তবতা যেখানে বাংলাদেশ তৈরি পোশাকের সর্ববৃহৎ রপ্তানিকারকে পরিণত হবে, বিশ্বের বৃহত্তম গৃহপোশাকের রপ্তানিকারকে পরিণত হবে, ঔষধের মূল কাঁচামাল উৎপাদনে এক বিরাট অবদানকারীতে পরিণত হবে, তথ্যপ্রযুক্তি, ছোট ও মাঝারি মালবাহী তরী, হিমায়িত মৎস্য ও চিংড়ি, জুতো, প্রক্রিয়াজাত চামড়াপণ্য, চীনা মাটি, পাট, রেশম...এই তালিকা চলতেই থাকবে।

এই সোনার বাংলাদেশ কোনো দূরবর্তী ভবিষ্যতের এক ফাঁপা স্বপ্ন নয়...অবশ্যই না...আমরা এইমাত্র সাদ মুসা সিটি সেন্টারে যা দেখেছি সেটা নিয়ে চিন্তা করুন...আর আমি যেসব চমকপ্রদ জিনিসগুলো দেখেছি এবং বাংলাদেশব্যাপী সফর করার সময় যেসব জিনিস দেখছি সেগুলো নিয়ে চিন্তা করি। আমি বাংলাদেশব্যাপী সফর করছি যাতে নিজে দেখতে পারি যে বাংলাদেশীরা বাংলাদেশের শিল্প ও উৎপাদন করার ভিত্তি গড়ে তুলতে কি কি অভাবনীয় কাজ করছে, যাতে নিজের চোখে দেখতে পারি যে বাংলাদেশীরা এক দশকের মধ্যে বাংলাদেশকে খাদ্য নিরাপদ করে তুলতে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বে কি কি অভাবনীয় কাজ করছে যাতে দেশে একটি কৃষি বিপ্লব বাস্তবায়ন করা যায়। বাংলাদেশব্যাপী আমার সফরগুলো এই মহান জাতির ভবিষ্যত সম্বন্ধে আমাকে অত্যন্ত আশাবাদী করে তুলে। অবশ্য আমরা সবাই বিপত্তিগুলো সম্বন্ধে জানি: অপর্যাপ্ত বন্দর, রেলপথ, রাস্তা, শক্তি, জ্বালানি এবং দুর্নীতি, আইনের শাসন, শ্রম অধিকারের প্রতি সম্মানের চ্যালেঞ্জ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার হুমকি...এই চ্যালেঞ্জগুলো বাস্তব,

গুরুতর তবে এর প্রত্যেকটি সমাধান করা সম্ভব আর আমার বিশ্বাস যে সোনার বাংলাদেশ গড়তে বাংলাদেশ ঠিক তাই করবে।

সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশী-আমেরিকানরাও বিশাল ও ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশী-আমেরিকান জ্ঞান ও সম্পদ বাংলাদেশে নিয়ে আসার জন্য আমি সাইফুল হাসান ও সাদ মুসা সিটি গ্রুপের কাজকে সাধুবাদ জানাই। বিশেষ করে নিজের স্বপ্নের দেশ গড়ে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অসংখ্য তরুণ ও বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশীর উদ্ভাবনী ও উদ্যোগ নেয়ার চেতনা দ্বারা অনুপ্রারিণ হয়ে বাংলাদেশী-আমেরিকানরা একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য আরো অনেক কিছু করতে প্রস্তুত বলে আমি মনে করি।

আমি আনন্দিত, আমি গর্বিত যে বাংলাদেশ আগামীর এশিয়ান টাইগার হয়ে ওঠার পথে আমেরিকা বাংলাদেশের অংশীদার। আমেরিকা বাংলাদেশের একক সর্ববৃহৎ বিনিয়োগকারী, বাংলাদেশী রপ্তানি পণ্যের একক সর্ববৃহৎ বাজার ও তৃতীয় বৃহত্তম রেমিটেন্সের উৎস। আর আফগানিস্তান ও পাকিস্তান ব্যতীত এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের সঙ্গেই আমাদের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন সহায়তা অংশীদারিত্ব বিদ্যমান, এ বছর যার পরিমাণ ২০ কোটি ডলারেরও অধিক। এই শক্তিশালী ও কার্যকরি অংশীদারিত্ব বাংলাদেশকে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুহার হ্রাস, মাতৃমৃত্যুহার হ্রাস, বাংলাদেশী নিজ ইচ্ছেমতো সদস্য সংখ্যা বিশিষ্ট পরিবার অর্জনে সক্ষম, বিস্তৃত কৃষি উৎপাদনশীলতার প্রসার, উন্নত ও পুষ্টিসম্মত খাদ্য অর্জনে বাংলাদেশের সুযোগ বৃদ্ধি, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো ও এমন আরো অগণিত বিষয়ে সহায়তা প্রদান করে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠার বীজ বপনের জন্য উর্বরতা প্রদান করে।

আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে এটি একটি বিশাল দিন, এটা বাংলাদেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন যখন এই জাতি আগামীর এশিয়ান টাইগার হওয়ার পথে আরেক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে। এই বিশাল উপলক্ষ্যের অংশ হতে পেরে আমি সম্মানিত।

ধন্যবাদ।

==========

**বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত*

জিআর/২০১২